চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৩ মে ২০২২

৪ জুন থেকে ৭ জুন পর্যন্ত নগরীতে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হবে

চসিকের পক্ষে অভিভাবকদের প্রতি
শিশুদের 'এ' প্লাস টিকা খাওয়ানোর আহ্বান

রোগমুক্ত ও আগামী সুস্থ প্রজন্ম গড়তে চট্টগ্রাম নগরীতে আগামী ৪ জুন থেকে ৭ জুন চারদিন ব্যাপী জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় এ্যাডভোকেসী ও পরিকল্পনা সভা আজ সোমবার সকালে সিটি কর্পোরেশনের জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর জহর লাল হাজারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে স্থায়ী ও অস্থায়ী ১২৮৮টি টিকা কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদের নীল ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের লাল ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

এ্যাডভোকেসী ও পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আলী, সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. নুরুল হায়দার, চসিক জোনাল মেডিকেল অফিসার ডা. ইমাম হোসেন রানা, ডা. রফিকুল ইসলাম, ডা. দ্বীপা ত্রিপুরা, মমতার শাহীন সুলতানা প্রমুখ।

চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, আগামী প্রজন্মকে সুস্থদেহ ও মনের অধিকারী করে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। গত ২ বছর করোনা অতিমারির কারণে শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো সম্ভব হয় নাই। এ বছর করোনার প্রকোপ কমে আসায় ভিটামিন এ ক্যাপসুল উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, রাতকানা রোগ এবং অন্ধত্ব একটি অপুষ্টিজনিত সমস্যা যা ভিটামিন এ'র অভাবে হয়। তাই সরকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সবধরণের অপুষ্টি রোধে জাতীয় পুষ্টিসেবা কার্যক্রমসহ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ডা. সেলিম আকতার আরো বলেন, এই অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন এ ক্যাপসুল কার্যকারী ভুমিকা পালন করে। তাই ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর ফলে দেশে রাতকানা রোগ ও অন্ধত্বের হার কমে আসছে এবং এই কর্মসূচি শতভাগ সফল হলে আরো কমবে। তিনি আমাদের ভবিষৎত প্রজন্মকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যবান করে গড়ে তুলতে সরকারের পাশাপাশি অভিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং ভিটামিন এ ক্যাপসুল নিয়ে গুজবে কান না দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

সভাপতির বক্তব্যে কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী বলেন, নিজেরদের অজ্ঞতার কারণে জন্মের পর শিশুরা অন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যাপারে সকল অভিভাবক বিশেষ করে মা ও বাবাকে সচেতন হতে হবে। তিনি পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নগরীর একটি শিশুও যাতে টিকা খাওনো হতে বাদ না পড়ে সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

টিম পজিটিভ বাংলাদেশের জনসচেতনতা অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত মেয়র
আমরা সবাই মিলে সচেতন হলে সড়ক দূর্ঘটনা কমে আসবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন বলেছেন, দেশে সড়ক দূর্ঘটনা নিত্য দিনের ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু আহত ও পুঙ্গুত্বের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যান বলছে, দেশে করোনা মহামারীকালীন যে পরিমান মানুষ মারা গেছে। সড়ক দুর্ঘটনায় তার চেয়েও বেশি মারা গেছে। জনচেতনতা এবং প্রয়োজনীয় সরকারী-বেসরকারী পদক্ষের মাধ্যমে রুখা সম্ভব। তিনি আজ সোমবার সকালে টাইগারপাস

মোড়ে টিম পজিটিভ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত জনসচেতনতা মুলক লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যুবলীগ নেতা ওয়াহিদুল আলম শিমুল, দেশটিভির ব্যুরো প্রধান আলমগীর সবুজ, টিম পজেটিভের রবিউল হাসান, কামরুলজ্জামান রুমান, মির্জা কামরুল হাসান আসলাম, মো. হোসেন, আবু হাসান, রেজাউল করিম বাপ্পি, আশেক রসুল রাহাত, আবদুল কাদের রুবেল, ইফতেখার ইসলাম রিমন, মো. ওয়াছি সিকদার, নিশাত সাবরিনা, তাসনিয়া, আবদুল্লা সজিব, মো. সুজন হোসেন জনি প্রমুখ।

তিনি আরো বলেন, রোড এক্সিডেন্ট প্রতিকারে ট্রাফিক আইন সংস্করন, চালকের সতর্কতা অবলম্বন, গাড়ীর ইঞ্জিন ও চাকাগুলো ত্রুটিমুক্ত রাখা, সড়ক সংস্কার, চালকদের বিআরটিএ কর্তৃক সঠিক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কর্তৃপক্ষের সতর্কতা ও কঠোরতা অবলম্বন করতে পারলে রোড এক্সিডেন্ট প্রতিকার সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আত্মহত্যা গুজব সমাজে একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে মন্তব্য করে বলেন, গুজব হচ্ছে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য। মিথ্যা তথ্যের কারণে হানাহানির মত ঘটনা ঘটে যায়। হতাশা ও পরিবারিক কলহের কারণে আত্মহত্যার মত ঘটনা ঘটে। আর আত্মহত্যা ও গুজব প্রতিকারের জন্য সুষ্ঠু বিনোদন এবং সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে

ইউএসএআইডি এর এলএইচএসএস প্রতিনিধি দলের

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরীর সাথে ইউএসএআইডি এর এলএইচএসএস উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন আজ সোমবার দুপরে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিমআকতার চৌধুরী'র সাথে তাঁর অফিস কক্ষে এক সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করেন।

সে সময় রিজওনাল আলাইন বড়ুয়া রাজিব আবুজা, আবু সুফিয়ান, টি আর রাবিন, মো. জাকির হোসাইন, শাহিল রানা, রোমানা সুলতানা, চসিক স্বাস্থ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ আলীসহ জোনাল মেডিকেল অফিসার, প্রজেক্ট অফিসার, আরবান প্রাইমারী হেলথ কেযার ও ভ্যাকসিনেশান ইনচার্জ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী ইউএসএআইডি হতে আগত প্রতিনিধি দলকে স্বাগতম জানিয়ে সিটি মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরীর সুযোগ্য নেতৃত্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক নগরীর ৬০ লক্ষ মানুষের বিনামূল্যে যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে তদবিষয়ে তাদেরকে অবহিত করেন। বিশেষ করে মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনও সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪১টি ওয়ার্ডে ০৭টি ইপিআই জোনের মাধ্যমে টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ৪টি মাতৃসদন হাসপাতাল ও ৬০টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে নগরবাসীর স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

ডা. সেলি আকতার চৌধুরী পরিদর্শন টিমকে আরো অবহিত করেন যে, রাজধানী ঢাকার পরে চট্টগ্রাম জনসংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় এবং বৃহত্তম বাণিজ্যিক নগরী। এখানে বিমান বন্দর ও সমুদ্র বন্দর রয়েছে বিধায় পেশাগত কারণে অনেক জনসাধারণ এই নগরীতে অবস্থান করেন। বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে, যা সারাদেশ ব্যাপী প্রশংসিত। পরিদর্শন টিম স্বাস্থ্য বিভাগের গৃহীত সেবা মূলক বিশাল কর্মযজ্ঞ সর্ম্পকে বিস্তারিত অবহিত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে তারা চসিকের বিভিন্ন মাতৃসদন হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিদর্শনে যান এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সফলতার জন্য তারাও গর্বিত বলে জানান।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

জালালাবাদ হাউজিং এলাকায় অবৈধ উচ্ছেদ ও শুলকবহর এবং পাঁচলাইশ ওয়ার্ডে বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী'র নেতৃত্বে খুলশী থানাধীন মুরগীফার্ম হতে জালালাবাদ হাউজিং পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বের প্রায় শতাধিক অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। এই সময় রাস্তা দখল করে দোকান নির্মাণ করার দায়ে ১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অপর অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনে'র নেতৃত্বে রাজস্ব সার্কেল-১ আওতায় শুলকবহর ও পাঁচলাইশ ওয়ার্ডে পরিচালিত অভিযানে বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ চেক মারফত ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬ শত ৩৫ টাকা আদায় করা হয়। একই আদালত সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ৩ ব্যক্তিকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩